TRANSLATION DEPARTMENT
[DAWAT-E-ISLAMI]

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭২
WEEKLY BOOKLET:472

ইলম ও আমলের কথা

(পর্বঃ ৩)

(ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه-এর বিখ্যাত গ্রন্থ "এহইয়াউ উলুম" থেকে সংকলিত জ্ঞান, আমল, শিষ্টাচার ও আত্মশুদ্ধির এক অপূর্ব উপহার)

হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত ০৩
গোপন আমলের ফযিলত ০৮
স্বপ্ন সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিষয় ১৩
ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুসংবাদ ১৬



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ইলম ও আমলের কথা (পর্ব: ৩)[১]

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি **"ইলম ও আমলের কথা (পর্ব: ৩)"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে নেক আমল করার তাওফিক দান করো এবং তাকে তার মা-বাবাসহ পুরো বংশকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ভালোবাসা ও ভক্তির কারণে দিনে ও রাতে আমার উপর তিন তিনবার দরুদ পাক পাঠ করেছে আল্লাহ পাকের উপর হক হলো তার ওই দিনের এবং ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া। (মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হজ্বের সফরের আদব

(১) হজ্বে গমনকারী ব্যক্তি তাওবার মাধ্যমে তার সফর শুরু করবে। (২) নেককার ব্যক্তিকে তার রফিক তথা সঙ্গী বানাবে যে কল্যাকামী হয়।

১. এই পুস্তিকাটি আল মদীনাতুল ইলমিয়ার কিতাব "ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন (উর্দু) খন্ড: ১" থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

(৩) ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকাত (নফল) পড়বে। (৪) ঘরের দরজায় এসে দোয়া পড়বে। (৫) যখন যানবাহনে আরোহন করবে তখন যানবাহনের দোয়া পাঠ করবে। (৬) যতক্ষণ পর্যন্ত দিন গরম না হয়ে উঠে কোথাও বিরতি নেবেন না, সফর রাতে যেন বেশি হয়। (৭) দিনের বেলায় খুবই সতর্ক থাকবে এবং কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে একা হাঁটবে না। (৮) যখন উঁচু জায়গায় উঠবে তখন ৩বার "اَللّٰہُ اَکْبَر" বলবে।

(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৭৫৩-৭৫৯)

হজ্বের অভ্যন্তরীণ আদব

(১) পাথেয় যেন হালাল উপার্জন থেকে হয়। (২) পাথেয় যেন বেশি হয়। (৩) অযথা, ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করা। (৪) সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে হজ্ব করা কেননা এটি উত্তম। (৫) বোঝা বহনকারী পশুর উপর অপ্রয়োজনে আরোহন না করা। (৬) হাজ্বীদের পোশাক সাধারণত সাদা হওয়া, অপরিষ্কার অবস্থা ও এলোমেলো চুল এবং বেশি পকেট ও সাজগুছ না করা। (৭) বাহনের সাথে সদাচারণ করা। (৮) কুরবানি করে আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জন করা। (৯) হজ্বের সফরে যেই পাথেয় বা কুরবানি ইত্যাদিতে মাল খরচ করবে তা খুশিমনে করা। **(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৭৯৩-৮০২)**

হজ্বের চারটি প্রকার

বর্ণিত আছে যে, "শেষ যুগে মানুষ হজ্বের জন্য চারটি প্রকারে বিভক্ত হয়ে বের হবেঃ বাদশাহরা বিলাসিতার জন্য, ধনীরা ব্যবসার জন্য, ফকিররা ভিক্ষার জন্য আর ক্বারীরা তিলাওয়াতের জন্য। **(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৭৯৩)**

www.dawateislami.net

দ্বীন ও দুনিয়া

আল্লাহ পাক দ্বীনের বদলে দুনিয়া দান করে দেন কিন্তু দুনিয়ার বদলে দ্বীন দান করেন না। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৭৯৪)

মন্দের দিকে নিয়ে যাওয়া কাজও মন্দ হয়ে থাকে।

(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৭৯৫)

সফরকে সফর বলার কারণ

সফরকে এই কারণে সফর বলা হয় এটি মানুষের চরিত্রকে প্রকাশ করে দেয়। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৭৯৬) আর কাউকে চেনার জন্য যে, সে কেমন? তার সাথে সফর করুন।

তাকওয়া

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বলল: "আমার এই চিঠিটি অমুকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।" তিনি বললেন: "(থামুন!) আমি বাহনের মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিই কেননা আমি এই পশুটি ভাড়া নিয়েছি।" চিন্তা করে দেখুন! তিনি চিঠি নেওয়ার ক্ষেত্রেও তাকওয়া অবলম্বন করেছেন অথচ সেটার কোন ওজনই নেই। তাকওয়ার ক্ষেত্রে এটিই হলো সতর্কতার পদ্ধতি কেননা যদি সামান্য কাজের দরজা খুলে যায় তবে এটি ধীরে ধীরে বেশির দিকে নিয়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮০০)

হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত

বর্ণিত আছে, কবুল হজ্বের একটি আলামত হলো এটা যে, সে যেসব নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল সেগুলো ছেড়ে দিবে এবং নিজের খারাপ বন্ধুদের

www.dawateislami.net

বর্জন করে নেককার লোকদের সংস্পর্শ অবলম্বন করবে, খেলাধূলা ও অলসতার মজলিস ছেড়ে যিকির ও ফিকির এবং (ঈমান) সতেজ হওয়ার মাহফিলে অংশগ্রহণ করবে। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮০৩)

আল্লাহ পাকের নৈকট্যতার সর্বোত্তম মাধ্যম

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে আল্লাহ পাকের দীদার দ্বারা ধন্য হলাম, আমি আরজ করলাম "হে আল্লাহ পাক তোমার কাছে কোন আমলটি সবচেয়ে বেশি উত্তম যার মাধ্যমে তোমার নৈকট্যতা অর্জিত হয়?" আল্লাহ পাক বললেন: "হে আহমদ! সেটা হলো আমার কালামে পাক (পবিত্র কুরআন)।" আমি আরজ করলাম: "হে আল্লাহ পাক! এটাকে বুঝে পড়বো নাকি না বুঝে?" বললেন: বুঝে পড়ো বা না বুঝে।" (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮২৬)

স্মরণশক্তির ৩টি বিষয়

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত সায়্যিদুনা আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: তিনটি বিষয় স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে এবং কফ দূর করে: (১) মিসওয়াক করা (২) রোযা রাখা (৩) কুরআনে পাক তিলাওয়াত করা। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮২৭)

তোমার সাথে আমার কালামের কী সম্পর্ক

অনেক ওলামায়ে কেরামগণ বলেন: "যখন আদম সন্তান তিলাওয়াতের মাঝখানে অহেতুক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যায়, এরপর আবার পড়া শুরু করে তখন তাকে বলা হয় যে, তোমার সাথে আমার কালামের কী সম্পর্ক রয়েছে?" (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮২৮)

www.dawateislami.net

অধিক তিলাওয়াতের কারণ?

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা উসমানে গণি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এত বেশি পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন যে, এর কারণে তাঁর কাছে কুরআন শরীফের দুইটি কপি শহীদ হয়ে গিয়েছিল। কিছু কিছু সাহাবায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দেখে দেখে কুরআন পড়তেন আর কোন একদিনও কুরআনে পাক না দেখাকে অপছন্দ করতেন। (ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮৪৩)

বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের কালাম

তাওরাত শরীফে রয়েছে (আল্লাহ পাক বলেন:) হে আমার বান্দা! তোমার কি আমাকে লজ্জা হয় না? তুমি রাস্তায় হাঁটছো, তোমার কাছে তোমার কোনো ভাইয়ের চিঠি আসলে তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাও আর বসে সেটার এক একটি অক্ষর মনোযোগ দিয়ে পড়ো এমনকি, সেটার কোনো একটি শব্দও বাদ দাও না অথচ এটা আমার কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি! দেখো, এতে তোমার জন্য কত বিশদ বিবরণ রয়েছে; আমি তোমাকে কতবার বুঝিয়েছি যাতে তুমি এর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ (গভীর অর্থ) নিয়ে চিন্তাভাবনা করো, তবুও তুমি এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখো! আমার মর্যাদা কি তোমার কাছে তোমার ভাইদের চেয়েও কম?

হে আমার বান্দা! তোমার পাশে যখন তোমার কোনো ভাই এসে বসে, তখন তুমি তার দিকে পূর্ণ মনোযোগ দাও এবং নিজের অন্তরকে পুরোপুরি তার কথার দিকে নিবিষ্ট করো; এই সময় যদি অন্য কেউ কথা বলে বা তার কথায় ব্যাঘাত ঘটায়, তবে তুমি তাকে ইশারায় চুপ করিয়ে দাও। অথচ এখন আমি তোমার দিকে মন দিয়েছি এবং তোমার সাথে কথা বলছি,

www.dawateislami.net

আর তোমার অবস্থা হলো তোমার মন আমার থেকে বিমুখ হয়ে আছে! তুমি কি আমাকে তোমার ভাইদের চেয়েও কম মর্যাদার মনে করো?

(ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮৩০)

কুরআন মাজীদ কান্নাকাতর হৃদয়ে পাঠ করো

কুরআনে পাক তিলাওয়াত করার সময় কান্না করা মুস্তাহাব। কারণ রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআন পড়ো এবং কাঁদো! আর যদি তোমাদের কান্না না-ও আসে, তবে কান্নার মতো ভঙ্গি বা সুর তৈরি করো।" **(ইবনে মাজাহ, ২/১২৯, হাদিস: ১৩৩৭। ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন, ১/৮৩৬)**

কুরআন সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করো

একটি বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

(বুখারী, ৪/৫৮৬, হাদিস: ৭৫২৭, ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৩৬)

হাদিসে ব্যাখ্যা: যে ব্যক্তি মধুর কণ্ঠে (অর্থাৎ সুন্দর আওয়াজে) কুরআন তিলাওয়াত করে না, সে আমাদের পথ ও তরিকা থেকে বহির্ভূত। এ থেকে জানা গেল যে, যার কণ্ঠস্বর ততটা সুন্দর নয়, সে-ও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব সৌন্দর্য ফুটিয়ে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করবে। কেননা সুন্দর কণ্ঠ হলো কুরআনুল কারীমের সৌন্দর্য, যা তিলাওয়াতে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে তাই এটি দ্বীন প্রচারের একটি উত্তম মাধ্যম। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৩/২৬৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কান্না কোথায়?

হযরত সায়্যিদুনা সালেহ মুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সামনে কুরআন পাক তিলাওয়াত করলাম। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "হে সালেহ! এটি তো কুরআন তিলাওয়াত হলো, কিন্তু কান্না কোথায়?" (ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৩৬)

কৃত্রিমভাবে বা চেষ্টা করে কান্নার পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: "যখন তোমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য আয়াতে সিজদা তিলাওয়াত করো, তখন কান্নার ভাব না আসা পর্যন্ত সিজদা করতে তাড়াহুড়া করো না। আর যদি তোমাদের কারো চোখ দিয়ে অশ্রু না-ও ঝরে, তবে তার উচিত অন্তরে হলেও কান্না করা।" (এর পদ্ধতি হলো) হৃদয়ে দুঃখ ও অনুশোচনা জাগ্রত করা, কারণ তা থেকে কান্নার সৃষ্টি হয়। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "কুরআন বিষাদ ও দুঃখের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে; সুতরাং তোমরা যখন তা পাঠ করবে, তখন দুঃখ ও আকুলতা প্রকাশ করো।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭/৩৫১, হাদিস: ১১৬৯৪-এর ভাবার্থ। ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৩৬)

হৃদয়ে অনুশোচনা ও দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টির পদ্ধতি

দুঃখের অনুভূতি জাগ্রত করার পদ্ধতি হলো কুরআনে বর্ণিত সতর্কবার্তা, শাস্তির হুঁশিয়ারি এবং বান্দার অঙ্গীকারগুলোকে স্মরণ করা। অতঃপর কুরআনের আদেশ ও নিষেধ (অর্থাৎ যেসব কাজ করার এবং যেসব কাজ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে) পালনের ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। এতে মানুষ নিশ্চিতভাবেই ব্যথিত হবে

www.dawateislami.net

এবং তার কান্না চলে আসবে। আর যদি তার মধ্যে অনুশোচনা ও কান্নার ভাব সৃষ্টি না হয় যেমনটা পবিত্র অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিদের হয় তবে এই না-কাঁদা এবং দুঃখ বোধ না করার জন্যই তার কাঁদা উচিত; কারণ এটিই সবচেয়ে বড় বিপদ। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৩৭)

গোপন আমলের ফযিলত

এক বর্ণনায় রয়েছে যে "গোপন আমল প্রকাশ্য আমলের উপর ৭০গুণ বেশি মর্যাদা রাখে।" (শুয়াবুল ঈমান, ১/৪০৮, হাদিস: ৫৫৬ সারসংক্ষেপ। ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৪০)

হযরত আবু মূসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে নববী বাণী

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ -এর তিলাওয়াত শুনে বললেন: "তাকে দাউদ عَلَیۡہِ السَّلَام -এর সুরের মতো মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।" (বুখারী, ৩/৪১৬, হাদিস: ৫০৪৮) যখন এই কথা হযরত সায়্যিদুনা আবু মূসা আশআরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ -এর কাছে পৌঁছাল, তখন তিনি আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলুল্লাহ! صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমি যদি জানতাম যে আপনি শুনছেন, তবে আমি আরও সুন্দর ও মধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতাম।" (কু'তুল কুলূব, ১/১১২। ইহয়াউ উলূম, ১/৮৪৪)

কুরআনে কী আছে?

বর্ণিত আছে যে, কুরআন পাকের মধ্যে ময়দান, বাগান, হুজরা (কক্ষ), কনে, রেশমি পোশাক, উদ্যান এবং সরাইখানা (অর্থাৎ মুসাফিরখানা) রয়েছে। 'মিম' (م) বর্ণ কুরআন পাকের ময়দান, 'রা' (ر) বর্ণ কুরআন পাকের বাগান, 'হা' (ح) বর্ণ এর হুজরা, তাসবীহ দ্বারা শুরু

www.dawateislami.net

হওয়া সূরাসমূহ কুরআন পাকের কনে, 'হা-মীম' (حٰمٓ) কুরআন পাকের রেশমি পোশাক, মুফাসসাল সূরাসমূহ এর উদ্যান এবং এগুলো ব্যতীত যা রয়েছে তা সরাইখানা (অর্থাৎ মুসাফিরখানা)। যখন কুরআনে পাক তিলওয়াতকারী ময়দানসমূহে প্রবেশ করে, বাগানসমূহ থেকে ফল চয়ন করে, হুজরাসমূহে প্রবেশ করে কনেদের কাছে যায়, রেশমি পোশাক পরিধান করে, উদ্যানসমূহে ভ্রমণ করে এবং সরাইখানায় অবস্থান গ্রহণ করে, তখন এই সমস্ত কিছু তাকে বেষ্টন করে নেয় এবং তার তা ব্যতীত অন্য সবকিছু থেকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর না তো তার অন্তর অন্যদিকে আকৃষ্ট হয়, আর না তার চিন্তাভাবনা বিক্ষিপ্ত হয়। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৫০)

যদি হৃদয় পবিত্র হয়ে যায় তাহলে,,,

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা উসমানে গণি এবং হযরত সায়্যিদুনা হুযায়ফা বিন ইয়ামান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: যদি হৃদয় পবিত্র হয়ে যায় তবে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত দ্বারা কখনো পরিতৃপ্ত হবে না। (ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৭১)

আমার রব আমাকে কখন স্মরণ করেন?

হযরত সায়্যিদুনা সাবেত বুনানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "আমি ওই সময় সম্পর্কে অবগত আছি যেই সময়ে আমার রব আমাকে স্মরণ করেন।" উপস্থিতরা বলতে লাগল: "এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন" বললেন: "যখন আমি তাঁর যিকির করি তখন তিনি আমার চর্চা করেন।" (ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৮৬)

www.dawateislami.net

যিকির দুই প্রকার

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যিকির দুই প্রকার: (১) যেটা শুধুমাত্র বান্দা ও আল্লাহ পাকের মাঝখানে হয় (অন্য কেউ এটা জানতে পারে না)। এই স্মরণও অত্যন্ত মহান প্রতিদানযোগ্য। (২) আর এরচেয়েও অধিক মর্যাদাবান যিকির হলো এটা যে, মানুষ আল্লাহ পাকের হারামকৃত ওইসব বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে স্মরণ রাখে (অর্থাৎ হারাম কাজের খেয়াল আসতে না আসতেই আল্লাহ পাককে স্মরণ করে এবং হারাম কার্য করা থেকে বিরত থাকে)।" **(ইহইয়াউল উলুম, ১/৮৯০)**

দোয়ার আদব

(১) দোয়ার উত্তম সময়সমূহের প্রতি খেয়াল রাখা। (২) দোয়াকারী যেন পবিত্র অবস্থাসমূহের সুযোগও গ্রহণ করে। (৩) কিবলামুখী হয়ে দোয়া করা। (৪) দোয়া করার সময় কণ্ঠস্বর যেন অত্যন্ত নিচু না হয় যা নীরবতার শামিল, আবার খুব বেশি উচ্চও না হয়। (৫) দোয়ায় ছন্দ মেলানো বা মিলযুক্ত শব্দ বানানোর কৃত্রিমতা না করা। (৬) দোয়াকারী বিনয়ী, নম্র এবং প্রত্যাশী ও ভীতি পোষণকারী হওয়া। (৭) দোয়া কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আশা রাখা। (৮) প্রার্থনায় জোর দেওয়া এবং নিজের দোয়া তিনবার পুনরাবৃত্তি করা। (৯) দোয়ার সূচনা আল্লাহ পাকের যিকির (প্রশংসা) দিয়ে করা, সরাসরি চাওয়া দিয়ে নয়। (১০) তাওবা করা, অন্যায়ভাবে নেওয়া সম্পদ ফেরত দেওয়া এবং পূর্ণ প্রচেষ্টায় আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করা। **(ইহয়াউল উলূম, ১/৯০৮-৯১৮)**

www.dawateislami.net

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি দোয়া

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদায় পড়ে এই দোয়াটি করতেন: اَعُوْذُبِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِیْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ অর্থাৎ আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তুষ্টির এবং তোমার শাস্তি থেকে তোমার অনুগ্রহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (অর্থাৎ তোমার সত্তা থেকে তোমার সিফাতের অথবা তোমার গযব থেকে তোমার অনুগ্রহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি) তোমার যথাযথ হামদ করা আমার পক্ষে সম্ভব না কাজেই তুমি এমনই যেন তুমি তোমার প্রশংসা স্বয়ং নিজেই করেছো। (মুসলিম, ২৫২ পৃ:, হাদিস: ৪৭৬। ইহইয়াউল উলূম, ১/৮৮৩)

তাসবীহ আঙুলে গণনা করে পড়া উচিত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: "আমি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আঙুলে গণনা করে তাসবীহ পড়তে দেখেছি।" অপর এক বর্ণনায় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা আঙুলে গণনা করো, কারণ এই আঙুলগুলোকে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তারা কথা বলবে।" (আবু দাউদ, ২/১১৬, হাদিস: ১৫০১, ১৫০২-এর ভাবার্থ)

দোয়া অবশ্যই করো

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "তোমরা নিজেদের মধ্যে কোনো মন্দ বা ত্রুটি দেখে দোয়া করা থেকে বিরত থেকো না, কারণ আল্লাহ পাক সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি শয়তানের দোয়াও কবুল করেছিলেন।" (ইহইয়াউল উলূম, ১/৯১৭)

www.dawateislami.net

দোয়া খুব সুন্দর একটি আদব

দোয়ার একটি আদব হলো যে, স্বীয় দোয়াকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করা। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখনই দোয়া অথবা কিছু চাইতেন তিনবার বলতেন।

(মুসলিম, পৃ:৯৯১, হাদিস: ১৭৯৪। ইহইয়াউল উলূম, ১/৯১৭)

যা-ই মন চায় করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম

বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে বসে আর তৎক্ষণাৎ বলে: اَللّٰھُمَّ اغۡفِرۡلِی অর্থাৎ হে আল্লাহ পাক! আমাকে মাফ করে দাও।" তখন আল্লাহ পাক বলেন: আমার বান্দা গুনাহ করেছে আর সে জানে যে তার রব এই গুনাহের জন্য পাকড়াও করেন এবং ক্ষমাও করে দেন। হে আমার বান্দা! যা-ই মন চায় করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

(মুসলিম, ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৫, হাদিস: ২৭৫৮। ইহইয়াউল উলূম, ১/৯৩৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ক্ষমা চাওয়ার উপকারিতা

ক্ষমা প্রার্থনা করা গুনাহের উপর অবিচল থাকা ব্যক্তি নয় যদিওবা সে দিনে ৭০বার গুনাহ করুক না কেন।

(আবু দাউদ, ২/১২১, হাদিস: ১৫১৪। ইহইয়াউল উলূম, ১/৯৩৩)

এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: (এই শর্ত রয়েছে যে,) তাওবা করার সময় গুনাহ থেকে বিরত (অর্থাৎ দূরে) থাকার পরিপূর্ণ ইচ্ছা থাকতে হবে আর যদি তাওবা করার সময়ই এই খেয়াল করে গুনাহ করে যে, গুনাহ করতেই থাকবো, তাহলে এটি তাওবা নয় বরং (مَعَاذَ اللّٰہ) ইসলামের সাথে উপহাস করা। (মিরাতুল মানাজীহ, ৩/৩৬৪)

www.dawateislami.net

ঘুম উত্তম

কিছু বুযুর্গানে কেরাম বলেন: মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে যে, তাদের সমস্ত আমলের মধ্যে উত্তম হবে নীরবতা ও ঘুম। অনেক আবিদ এমন রয়েছে যাদের সর্বোত্তম অবস্থা হলো ঘুম। এটি ওই সময় যখন রিয়া (লৌকিকতার) জন্য ইবাদত করবে অথবা তাতে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) থাকবে না। (ইহইয়াউল উলূম, ১/১০০৭)

ঘুমের মধ্যে পরিমিতি কী?

ঘুমের মধ্যে পরিমিতি (বা ভারসাম্য) হলো দিন ও রাতে আট ঘণ্টা ঘুমানো; সুতরাং যদি এত ঘণ্টা রাতেই ঘুমিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে দিনে ঘুমানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০০৯)

স্বপ্ন সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিষয়

রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "বান্দা যখন অযু অবস্থায় ঘুমায়, তখন তার রুহ বা আত্মাকে আরশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, ফলে তার স্বপ্নগুলো সত্য হয়। আর যদি সে অযু ছাড়া ঘুমায়, তবে তার রুহ সেখানে পৌঁছাতে অক্ষম হয় এবং সে অশান্তিকর স্বপ্ন দেখে, যা সত্য হয় না।" (মু'জামুল আউসাত, ৪/৬৩, হাদিস: ৫২২০ থেকে গৃহীত) এখানে 'পবিত্রতা' বলতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের পবিত্রতাকে বোঝানো হয়েছে। বস্তুত অভ্যন্তরীণ পবিত্রতাই অদৃশ্য জগতের পর্দা উন্মোচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০১৯)

www.dawateislami.net

কখনও কুরআন ভুলবেন না?

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় এই আয়াতগুলো পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাঁর স্মৃতিতে কুরআনে পাক সংরক্ষিত রাখবেন (অর্থাৎ তাঁকে কুরআনে পাক মনে রাখার তাওফিক দান করবেন), তিনি কখনও কুরআন পাক ভুলবেন না।

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۶۳﴾ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾

(পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১৬৩-১৬৪)

ইজতিমায় অংশ অংশগ্রহণ করার ফযিলত

হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: যদি আলিমদের মজলিসের সাওয়াব মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়ে যেত, তবে তারা এতে অংশ নেওয়ার জন্য একে অপরের সঙ্গে লড়াই করত; এমনকি প্রতিটি শাসক তার শাসনকাজ এবং প্রতিটি দোকানদার তার দোকানপাট ত্যাগ করত।

(ইহয়াউল উলূম, ১/১০৩৮)

হে জাহান্নামের রব! আমাকে তা থেকে মুক্তি দিন

রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم -এর যুগে এক ব্যক্তির অভ্যাস ছিল যে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত, তখন সে নামায পড়ত, কুরআন তিলাওয়াত করত এবং

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের দরবারে এই আরজি পেশ করত: يَارَبَّ النَّارِ اَجِرْنِیْ مِنْهَا (অর্থাৎ হে জাহান্নামের মালিক! আমাকে তা থেকে মুক্তি দিন)। রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দরবারে ওই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হলে তিনি ইরশাদ করলেন: "সে যখন আবার এমন করবে, আমাকে খবর দিও।" (অতঃপর যখন খবর দেওয়া হলো) তিনি তার কাছে তাশরিফ নিয়ে গেলেন এবং তার দোয়া শুনলেন। সকাল হলে তিনি বললেন: "হে অমুক! তুমি আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইলে না কেন?" সে বলল: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমার কি এত মর্যাদা আছে, আর না আমার আমল এর যোগ্য!" কিছুক্ষণ পরই হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আকদসে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! তাকে সুসংবাদ দিন যে, আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করিয়েছেন।" (ইহয়াউল উলূম, ১/১০৫৪)

গুনাহের অশুভ প্রভাব

হজরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "গুনাহের কারণে বান্দা রাতে জেগে ইবাদত করা (তাহাজ্জুদ) থেকে বঞ্চিত হয়।" হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল ইবনে ইয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যদি তুমি রাতে জেগে ইবাদত করতে এবং দিনে রোযা রাখতে সক্ষম না হও, তবে জেনে রেখো যে তুমি বঞ্চিত এবং তোমার গুনাহ অনেক বেড়ে গেছে।"

(ইহয়াউল উলূম, ১/১০৫৭)

গুনাহের শাস্তিস্বরূপ জামাআত ছুটে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান দারানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কারো জামাআত (নামায) ছুটে যাওয়া তার কোনো গুনাহের কারণেই ঘটে থাকে।

www.dawateislami.net

তিনি আরও বলেন: রাতে স্বপ্নদোষ হওয়া একটি শাস্তি এবং অপবিত্রতা (আল্লাহর রহমত থেকে) দূরত্বের কারণ। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০৬২)

দুনিয়াতে বিশেষ করে ৫টি দিন ভোগ-বিলাসিতা থেকে বাঁচুন

কোনো কোনো আলিম বলেন: "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাঁচ দিন ভোগ-বিলাসিতায় কাটাবে, সে আখিরাতের পূর্ণ আনন্দ পাবে না।" এই পাঁচ দিন বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন: ১. ঈদুল ফিতরের দিন ২. ঈদুল আযহার দিন ৩. জুমার দিন ৪. আরাফার দিন ৫. আশুরার দিন। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০৭৫)

ঘুমানোর আদব

(১) অযু ও মিসওয়াক করে ঘুমানো। (২) নিজের মাথার কাছে মিসওয়াক ও অযুর পানি রাখা। (৩) যার কোনো অসিয়ত করার থাকে, সে তা লিখে মাথার কাছে রাখা ছাড়া যেন না ঘুমায়। (৪) সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করে ঘুমানো। (৫) নরম ও কোমল বিছানা বিছিয়ে আরাম-আয়েশে না ঘুমানো, বরং তা একেবারে বর্জন করা অথবা মাঝারি ধরনের বিছানা গ্রহণ করা। (৬) যতক্ষণ না ঘুমের চাপ সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ না ঘুমানো। (৭) কিবলামুখী হয়ে ঘুমানো। (৮) শোয়ার সময় দোয়া পড়া। (৯) শোয়ার সময় এই কথা মনে করা যে, ঘুমও এক ধরনের মৃত্যু। (১০) জাগ্রত হওয়ার সময়ও দোয়া পড়া। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০১৯-১০২৬)

ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুসংবাদ

(১) রোযা রাখা। (২) সদকা দেওয়া যদিও তা অল্প হয়। (৩) রোগীর সেবা বা শুশ্রূষা করা। (৪) জানাযায় উপস্থিত হওয়া। এই চারটি আমল

www.dawateislami.net

সম্পর্কে হাদিসে পাকে এসেছে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি একদিনে এই চারটি আমল একত্র করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে: "সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম, পৃ: ৩৯৮, হাদিস: ২৩৭৪) যদি এগুলোর মধ্য থেকে কিছু আমল করার সুযোগ হয় এবং কিছু করতে অপারগ হয় (কোনো কারণে করতে না পারে), তবে তাকে তার নিয়তের উপর ভিত্তি করে সবগুলোর সাওয়াব দেওয়া হবে।

(ইহয়াউ উলূম, ১/১০৩২)

রাতের ইবাদতের সহজতার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপায়

বাহ্যিক উপায়: (১) অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকা। (২) দিনের বেলা শরীরকে অত্যাধিক ক্লান্ত না করা। (৩) দিনের বেলা কায়লুলা (দুপুরের খাবারের পর কিছু সময় বিশ্রাম) করা।
(৪) দিনে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

অভ্যন্তরীণ উপায়: (১) অন্তর পবিত্র রাখা হিংসা ও বিদ্বেষ মুক্ত হওয়া। (২) অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় জাগ্রত থাকা। হযরত শুয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام -এর যখন জাহান্নামের কথা মনে পড়ত, তখন তাঁর আর ঘুম আসত না। (৩) রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করার ফযিলত সম্পর্কিত আয়াত, হাদিস এবং সাহাবি ও তাবেয়ীনদের আমল নজরে রাখা। (৪) মহান আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান এবং অন্তরে তাঁর পূর্ণ ভালোবাসা থাকা। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০৬০-১০৬৪)

রাত জেগে ইবাদত করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি

রাতের প্রথম অংশে ইবাদত (কিয়াম) করবে, যখন ঘুমের চাপ আসবে তখন শুয়ে পড়বে। আবার জাগ্রত হয়ে ইবাদত করবে, পুনরায় ঘুমের

www.dawateislami.net

চাপ এলে ঘুমিয়ে পড়বে। এভাবে তার জন্য রাতে দুই ঘুম ও দুই ইবাদত হবে। এটি রাতের কষ্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপ। এটি সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি, যা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সুন্নাত ও উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের একটি দল এভাবেই আমল করতেন। (ইহয়াউল উলূম, ১/১০৭১)

ঘুম সম্পর্কে এক বুযুর্গের বাণী

এক বুযুর্গ বলেন: "প্রথমবার জাগ্রত হওয়ার পর আমি যদি পুনরায় ঘুমাতে চাই, তবে আল্লাহ পাক যেন আমাকে আর না ঘুমান।"

(ইহয়াউল উলূম, ১/১০৭১)

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার:.....১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
হজ্বের সফরের আদব.....১
হজ্বের অভ্যন্তরীণ আদব.....২
হজ্বের চারটি প্রকার.....২
দ্বীন ও দুনিয়া.....৩
সফরকে সফর বলার কারণ.....৩
তাকওয়া.....৩
হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত.....৩
আল্লাহ পাকের নৈকট্যতার সর্বোত্তম মাধ্যম.....৪
স্মরণশক্তির ৩টি বিষয়.....৪
তোমার সাথে আমার কালামের কী সম্পর্ক.....৪
অধিক তিলাওয়াতের কারণ?.....৫
বান্দার সাথে আল্লাহ পাকের কালাম.....৫
কুরআন মাজীদ কান্নাকাতর হৃদয়ে পাঠ করো.....৬
কুরআন সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করো.....৬

www.dawateislami.net

কান্না কোথায়?.....৭
কৃত্রিমভাবে বা চেষ্টা করে কান্নার পদ্ধতি.....৭
হৃদয়ে অনুশোচনা ও দুঃখের অনুভূতি সৃষ্টির পদ্ধতি.....৭
গোপন আমলের ফযিলত.....৮
হযরত আবু মূসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে নববী বাণী.....৮
কুরআনে কী আছে?.....৮
যদি হৃদয় পবিত্র হয়ে যায় তাহলে,,,.....৯
আমার রব আমাকে কখন স্মরণ করেন?.....৯
যিকির দুই প্রকার.....১০
দোয়ার আদব.....১০
রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একটি দোয়া.....১১
তাসবীহ আঙুলে গণনা করে পড়া উচিত.....১১
দোয়া অবশ্যই করো.....১১
দোয়া খুব সুন্দর একটি আদব.....১২
যা-ই মন চায় করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম.....১২
ক্ষমা চাওয়ার উপকারিতা.....১২
ঘুম উত্তম.....১৩
ঘুমের মধ্যে পরিমিতি কী?.....১৩
স্বপ্ন সম্পর্কে এক অদ্ভুত বিষয়.....১৩
কখনও কুরআন ভুলবেন না?.....১৪
ইজতিমায় অংশ অংশগ্রহণ করার ফযিলত.....১৪
হে জাহান্নামের রব! আমাকে তা থেকে মুক্তি দিন.....১৪
গুনাহের অশুভ প্রভাব.....১৫
গুনাহের শাস্তিস্বরূপ জামাআত ছুটে যায়.....১৫
দুনিয়াতে বিশেষ করে ৫টি দিন ভোগ-বিলাসিতা থেকে বাঁচুন.....১৬
ঘুমানোর আদব.....১৬
ক্ষমা ও মাগফিরাতের সুসংবাদ.....১৬
রাতের ইবাদতের সহজতার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উপায়.....১৭
রাত জেগে ইবাদত করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি.....১৭
ঘুম সম্পর্কে এক বুযুর্গের বাণী.....১৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net